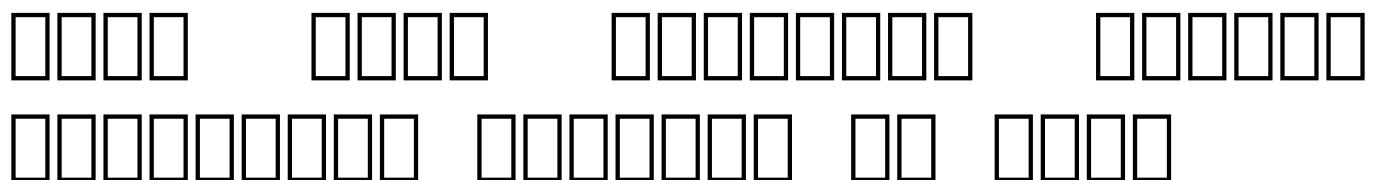কামনা করেছেন ভুক্তোভোগী জমি মালিক ও কৃষকরা।
দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউপি সদস্য তরিকুল ইসলাম বলেন, একাধিক কৃষকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমি বিষয়টি জানতে পেরে ঐ মাঠে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চৌকিদার পাঠিয়েছিলাম। তারা সেখানে গিয়ে আলি হোসেনকে ত্রি-ফসলি জমি থেকে মাটি কাটতে নিষেধ করে আসে। কিন্তু আলি হোসেন দুষ্টু লোক হওয়ায় সে কারো কথার তোয়াক্কা না করেই মাটি কাটা অব্যাহত রেখেছে।
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করলে সে যেই হোক না কেনো তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমলা চাষে সম্ভাবনা দেখছেন পিরোজপুর গ্রামের এক চাষী

কমলা চাষের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় সম্ভাবনার আলো ছড়াতে কমলার চাষ শুরু করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বিশিষ্ট জুয়েলার্স ব্যবসায়ী ও কৃষি প্রেমী হাফিজুর রহমান। বছর খানেক আগে তিনি বেশ কিছু কমলার গাছ এনে রোপণ করেন তার ১ বিঘা জমিতে। বছর শেষে গাছে ফল পেয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ হন কমলা চাষের প্রতি। শুরু করেন কমলার বাগান তৈরির কাজ। ৯ বিঘা জমিতে তিনি দার্জিলিং, ছাতকি ও চায়না জাতের প্রায় ৯শো টি কমলার গাছ লাগাবেন বলে জানান। কমলা গাছ লাগানো উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদরের কৃষি সম্পসারণ কর্মকর্তা দীপক কুমার সাহা।
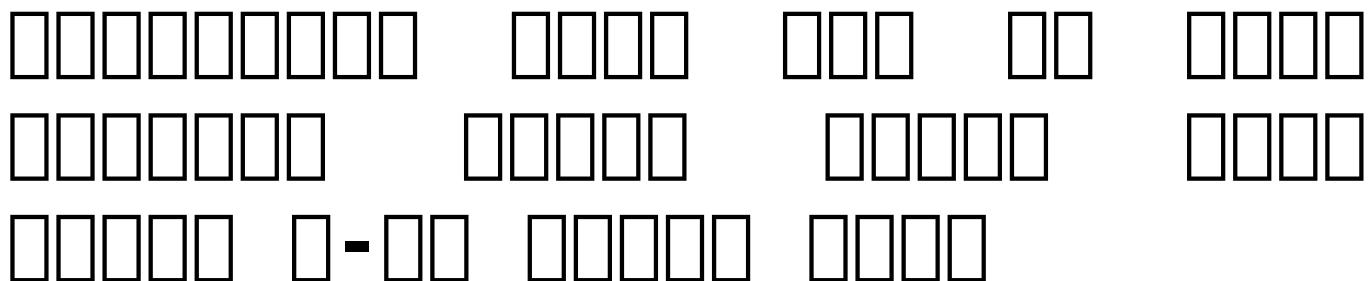এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর ব্লকের উপ সহঃ কৃষি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস, সিআইজি সভাপতি সাইদুর রহমান টুটুল, জাব্বারুল ইসলাম, মাসুম বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খায়রুল বাশার।

দামুড়হুদায় আলুর বাম্পার ফলন, দাম না থাকায় কৃষকেরা শঙ্কিত

দামুড়হুদায় আলুর লক্ষমাত্রা অর্জন হলেও আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় কৃষকরা শঙ্কিত। চলতি মৌসুমে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দামুড়হুদা উপজেলাতে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। উপজেলাতে আবহাওয়ার বৈরী আচরণ ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ না হওয়ায় ফলন ভালো হয়েছে বলে জানা গেছে।
এ বছরে আলুর ফলন ভালো হলেও কৃষকের মুখে হাসি নেই। বাজারে আলুর দাম না থাকায় কৃষক সমাজ শঙ্কিত। চড়াদামে বীজ, সার কিনে আলু লাগিয়ে কৃষকের খরচের টাকা তুলতেও খাচ্ছেন হিমসিম।
গত বছর ফলন ভালো না হওয়ায় বছর জুড়ে আলুর দাম ছিল বেশ চড়া। তবে অধিক লাভের আশায় দামুড়হুদা উপজেলার কৃষকরা ব্যাপকভাবে আলু চাষে ঝুঁকে পড়েন। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে যায়, এ উপজেলাতে গত বছরে ৩৯০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়। সে তুলনায় এবার লক্ষমাত্রা ধরা হয় ৩৯০ হেক্টর, চলতি মৌসুমে লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে অর্জন করা হয় ৪৭৯ হেক্টর জমির আলু। উপজেলাতে এবার ৫ জাতের আলু চাষ করেছেন বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। এবারে আলু উৎপাদন মৌসুমে আলুর তেমন কোনো রোগ-বালাই লক্ষ্য করা যাননি, গাছও হয়েছে চমৎকার, বিঘা প্রতি জমিতে আলু উৎপাদন হয়েছে ৯০-১২০ মন । উপজেলা সদরের কৃষক ফকির জানান, আমি প্রায় ৩ বিঘা জমিতে আলু লাগিয়ে ছিলাম, ফলনো ভালো হয়েছে। তবে আলুর বাজার মূল্য খুব কম। প্রতি মণ আলু পাইকারি বিক্রয় হচ্ছে ৩০০-৪০০ টাকা। খুচরা কেজি বিক্রয় করা হচ্ছে ১০-১৫ টাকা দরে।
অপর আর এক কৃষক জানান, সার ও বীজসহ অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতিবিঘা জমিতে আলু লাগাতে খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকার মতো।
উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন- এবার দামুড়হুদা উপজেলার কৃষকরা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে কষ্ট করে আলু চাষ করেছেন, তবে সে তুলনায় আলুর বাজারে দাম অনেক নিন্ম হওয়াতে কৃষকরা হতাশায় রযেছেন। কৃষক এবারের আলু চাষে ক্ষতিতে থাকবেন।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আলুতে তেমন কোনো রোগ বালাই হয়নি। ফলে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে, তবে বাজারে আলুর দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকরা আলুতে এবার বেশি লাভবান হবেন না। দাম কম হলেও ফলন বেশি হওয়াতে পুষিয়ে যাবে। তবে হিমাগার গুলিতে নির্দেশনা মেনে

██ ████ ████ ███ ████ ███ █████ ██████, █████ █████ ██████ ██-██ █████ █████ ██████ ██-█████ ████ ████ █████, █████ ███ █████ ███ ████ █████ ███ ███████ ███ ███ █████ █████ ████ █████ █████ ████ ██████

██ █████ ████████ ██████ ██████ ██████ ██████ █ █████ █████ ████, ██████ █████ ███ ████████ ███ █████ █ █████ ████ ███ ███ ████████ █████ ███ █████ ██████ ██████ █████ █████ ████ ███ █████ █████ █████ ████ ████ █████ ██████ █████ ███ ██████ ███ █████ █████ ██ ███ ███ █████ ███ ███████ █████ ██████ ████, ███████ ███ █████ ███ ████ █████ ███ ██████ █████ ███ █████ ███ █████ █████ ███ █████ ███ █████ ███ █████ █████ █████ ████ █████ █████ ███ █████ █████ ███ █████ ███ █████ ███ █████ █████ ██████ ██████ █████ ██████

██████ ███ ████████ █████ ███ █████, ██████ █████ ██████ █████████ ██ █████ ███ █████ █████ ████████ ██████ █████ █████ ██ █████ ███ █████ ██ █████ ██████ █████ █████ █████ ██ █████ █████ ██-██ █████ █████ ██████ ████████████ █████ █████ ██████ ███ █████ █████ █████ █████ ██ ███ █████, █████ █████ █████ ██████ █████ █████ █████

██████ █████ ████████ ██-██████ ██████ █████ █████ ███ █████, █████████ █████ █████ ██████ █████ █████ █████ █████ █████ █████ ██████ █████ █████ ███ █████ ███ █████ ████████ ██████ ███ █████ ██ █████ █████ ███ █████ ██████ █████ ████ ███ ███ ███ █████ ███ ██████ ████████ █████ █████ ██████ █████ ██████ ███ █████ █████ ███ █████ █████ █████ ████ ████████ ██████ ██████ ████ █████ ███████ ███ █████

███████ ██████ █████ ███!

███████ █████ █████ █████ ██████ █████ █████ ███████ ██████ █████ ██████ █████ ██ ███ █████ █████

তামাকের আবাদ হয়েছে।

বিগত বছর গুলোতে তামাক চাষে অধিক লাভবান হওয়ায় এবং কৃষি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদাসীনতায় উৎসাহিত হয়েছে তামাক চাষীরা।
জানা গেছে, উৎপাদন খরচ বাদ দিয়েও তামাক চাষীরা বিঘা প্রতি ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকে।

এ সুযোগে তামাক উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো কৃষকের মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি তামাক চাষের কাজে অধিক হারে ব্যবহৃত হওয়ায় এবার বোরো চাষ কমে যাচ্ছে।

এতে গাংনী খাদ্য উদ্বৃত্ত উপজেলার স্বীকৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে মারাত্মক ভাবে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা কৃষি উপ-পরিচালক জানান, ২০০১ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী এ জেলায় আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার ১২৪ হেক্টর।

বর্তমানে গাংনী উপজেলায় আবাদি জমির পরিমাণ ২৮ হাজার ৫’শ হেক্টর বলে জানায় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, স্বাভাবিক নিয়মের দ্বিগুণ হারে এ উপজেলায় আবাদি জমির পরিমাণ কমছে। এর প্রধান কারণ অস্বাভাবিক ভাবে নতুন করে গড়ে উঠা ইট ভাটা ও তামাক চাষে ঝুঁকে পড়া। উপজেলায় খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি অধিকহারে তামাক চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবার বোরো আবাদ তুলনামূলক কম হওয়ায় গাংনীতে খাদ্য উৎপাদন কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
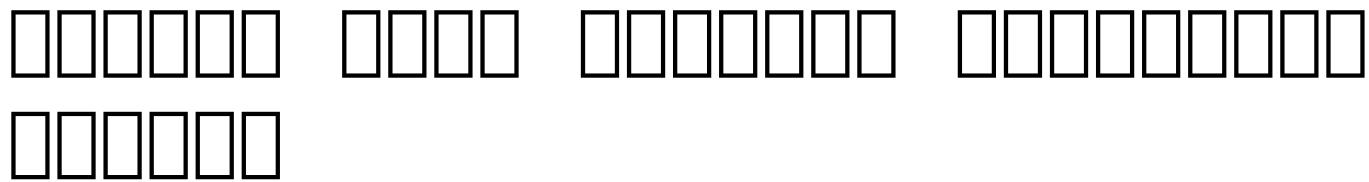সংশ্লিষ্ট কৃষি আফিস সূত্রে জানা গেছে, গত মৌসুমে ১৫ হাজার ২৭০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল। এ বছর গাংনী অঞ্চলে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি প্রায় ৫ হাজার হেক্টর, ঢাকা টোব্যাকো ৬ হাজার হেক্টর এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে (কমবেশী)তামাক চাষ করা হয়েছে।

গাংনী কৃষি কর্মকর্তারা জানান, সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা গাংনী উপজেলায়। এই উপজেলায় ২৮ হাজার হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের আবাদ হচ্ছে। ভোমরদহ, ধর্মচাকী,

ভরাট, দুর্লভপুর, তেতুলবাড়ীয়া, হিন্দা, ইত্যাদি মাঠে প্রচুর তামাক চাষ হয়েছে। এখানকার জমির বর্গামূল্য এমনই যে শুধুমাত্র তামাক চাষকালীন সময়ে (সাড়ে ৪ মাসের জন্য) ১ বিঘা জমিতে ৮ থেকে ১৫ হাজার টাকায় লিজ দেয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল বলেন, এভাবে যদি কৃষি বিভাগ উদাসীনতা দেখায় তাহলে সাধারণ চাষিদের তামাক চাষ করা ছাড়া আর উপায় কি? গাংনী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের গাফিলতি, প্রশিক্ষণে স্বজনপ্রীতি, সরকারী প্রণোদনা তালিকা করায় গড়িমসি, আধুনিক যন্ত্রপাতি বিতরণে অনিয়ম, কর্তব্য অবহেলার কারণে এবার তামাকের চাষে ঝুঁকে পড়ছে এ এলাকার কৃষকরা।

তামাক চাষী গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের লিটন ও ভোমরদহ গ্রামের মোমিনুল এবং মালসাদহ গ্রামের মহিবুল ইসলাম জানান, বিঘা প্রতি জমিতে তামাক চাষে বীজ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যাসহ মোট ব্যয় হয় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা যা তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো সহজ শর্তে সম্পূর্ণ বহন করে। একারণে সাধারণ চাষীরা তামাক চাষে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দীন আহাম্মেদ জানান, তামাক চাষে জমির উর্বরতা কমে যায়। এমন একটা সময় আসবে যখন তামাক চাষের ফলে উপজেলায় আর কোন ফসলের চাষ করা সম্ভব হবেনা।

তারপরেও বর্তমানে ধানের বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় চাষীরা বোরো চাষে এগিয়ে আসছে। পাশাপাশি ইতোমধ্যেই অনেক চাষী সবজি চাষে লাভবান হওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে। এক সময় এ অঞ্চলে তামাক চাষ কমে আসবে।

পেঁয়াজ চাষে ব্যাস্ত কুষ্টিয়ার কৃষকরা

কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে চাষীরা। পেয়াঁজের দতাম বাড়ায় এবার অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে জমিতে যত্ম সহকারে চাষে ব্যতিব্যস্ত জেলার বিভিন্ন উপজেলার চাষীরা।

████ ██████ ██████ ██ █████ █████████ ██████ ███ ██████ ████ ████████
███████ ███████ ██████ █████ █████ ██████ ███ ██████ ██ █████████
██████ ███ ██████ ████████ ████████

███ ████████ ████████ ████████ █████ ██████ █████ ████, ██████ ████
██ █████ █████ ██████ ███ █████████ ██████ ███████ ███ ██ ██████
█ █████ █████████ █████ ███ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████
█████████ ██████ ███████ ██ ██████ ████ █████████ █████ ██████
████████

█████████ ███████ █████████ ██████ ██████ █████ █████, ██████
██████ █████ ███ █████ █████████ ██████ █ █████ ██████ ███
█████████ █████ █ █████ ██████ █████ ███ ██████ ███ █████ ██████
█████ ██ █████ █████████ ███ █████ ███ ██ ███ █████ ████████
██████ █████

███ ███████ ███ █████████████ ██████ █████ ██████ █████ ██████,
██████ █████ ██████ █████ ███ ███ █████ ███ ███ █████ █████████ ███
██████ ██████ ███ █████ █████ █████ ███ ██████ ███ ██████ ██████
█████████ ████████ ███ ███ ██████ ███ ███ █████ ██████ ██████ █████
█████ ████████ █████ ████████

█████████ ████████ ███ █████ █████ ████████ █████████ ████ ██
████████████████ ██████ █████████ █████ ██████ ███ ███ ████████

█████████ ███████ ███████████████ ███ █████ ██ █████ █████ ██████
██████ █████████ ██████ ███ █████████ █████ ██████ ██████ █████
█████████ ███ █████████████ ██████ █████████ ██████ █████ █████
██████ ██████ █████████ █████ ██ ██████ █████████ ██████ ██████
██████ ████████ ████████ ████████

█████ █████████ █████████ ██-████████ ████████ ██████ ██████
████████ █████,

█████████ ██████ ███ ████████ ████████ ██████ █████████████ ██ ██████
██ ██ ████████ ██ ██████ █████████ █ ██████ ██ ███████, █████████
█ ██████ ██ █████████, ████████ ██ ███████, █████████ ██ █████████,
███ ███████ ███ ██████ █ ████████ █ ██████ ███ ███████ ██████
█████████ ███ ██████ ██████ ██████ ██████ █████ █████ ██████

গতবারের চেয়ে এবার বেশি জমিতে পেয়াজের আবাদ হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এজন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হচ্ছে।

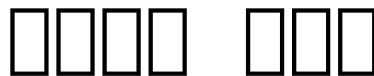বাংলাদেশের যে পাঁচটি জেলায় পিঁয়াজের বেশি উৎপাদন হয় তার মধ্যে কুষ্টিয়া একটি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার কুষ্টিয়ার পেঁয়াজ দিয়ে দেশের বড় একটি চাহিদা মেটানো যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

বাম্পার ফলন ও ভাল দামের আশায় এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে চারা রোপণ হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে ভুট্টা ক্ষেতে বিষ প্রয়োগ

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে এক কৃষকের ২ বিঘা ভুট্টা ক্ষেত বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের জিন্নাত আলি এ অভিযোগ করেন।

এ ভুট্টা ক্ষেত বিষ দিয়ে পুরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় জিন্নাত আলি বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের মৃত শুকুর আলি বিশ্বাসের ছেলে জিন্নাত আলীর সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ একই গ্রামের মৃত মোজাহার মন্ডলের ছেলে গোলবারের সাথে জমি নিয়ে পূর্ব শত্রুতা চলে আসছে। এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে ও আলমডাঙ্গা থানায় বিভিন্ন মামলা চলমান রয়েছে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকালে জিন্নাত আলি ভুট্টা ক্ষেতে পানি দিতে যায়। এ সময় পানি দেওয়ার মুহূর্তের রোদ্রের উপস্থিতি পেয়ে গাছ গুলো নুয়ে পড়ে। সে চিন্তিত অবস্থায় কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীকে দিয়ে পরিক্ষা করে।

তিনি জানান, তার ভুট্টা ক্ষেতে ঘাস মারা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কারণেই গাছ নুয়ে পড়ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ভুট্টা ক্ষেতে

গিয়ে দেখে ভুট্টা গাছ গুলো হলুদ হয়ে মারা যাচ্ছে।

এ ঘটনায় জিন্নাত আলি বলেন, গোলবারের সাথে পূর্ব জমি সংক্রান্ত জের ধরে বিভিন্ন সময় তাকে হুমকি প্রদান করে। ইতোপূর্বে গোলবারসহ আবুল মন্ডলের ছেলে ফিরোজ ও ইমতাদুল তাকে মারপিটও করে। এ কারণেই জিন্নাত আলি তাদের সন্দেহ করে বলে জানায়।

নাটুদাহে ভূমিদস্যুদের পেটে ফসলি জমি

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহের ছাতিয়ানতলায় ভূমিদস্যুদের পেটে যাচ্ছে ফসলি জমির মাটি। গ্রামের মাঠ থেকে মাটি কেটে নেয়া হচ্ছে ইট ভাটায়। এতে শত শত বিঘা ফসলি জমির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

একই সঙ্গে উর্বরতা হারিয়ে অনাবাদি হয়ে পড়ছে আবাদি জমি। জমির টপসয়েল কেটে নেওয়ায় ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আবাদী জমি । ফসল ফলানো যেমন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তেমনি অন্যান্য জমিতে চাষাবাদে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে কৃষক।

গ্রামের কৃষকরা গণ স্বাক্ষর করে প্রশাসনের কাছে অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানাগেছে। ছাতিয়ানতলা কানাইডাঙ্গা সড়কের পাশে নোংরাসোতার মাঠে ভেকু মেশিনের মাধ্যমে ট্রাক দিয়ে ফসলি জমির মাটি ইট ভাটায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জমির মালিকরা না বুঝেই তা ইট ভাটার মালিকদের কাছে বিক্রি করছেন।

কানাইডাঙ্গার আফসার ভুসকির ছেলে মতিয়ার এ মাটি কেটে পুকুর খনন করছে। এতে পাশের জমির কৃষকদের ফসলি জমি ভাঙনের মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এসব মাটি খেকো ভূমিদস্যুদের আইনের আওতায় আনতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসীসহ সচেতন মহল।

░░░^░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░
░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░-░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░
░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░
░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░
░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░

░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░
░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░
░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░

░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░░